335623 - ভাইরাস থেকে সুরক্ষামূলক পিপিই পরিহিত ব্যক্তি কিভাবে ওযু ও নামায সম্পন্ন করবেন?

প্রশ্ন

পুরুষ ও নারী গোটা দেহকে আবৃতকারী পিপিই (সুরক্ষামূলক পোশাক) পরে কি নামায পড়তে পারবেন? যে ব্যক্তি পিপিই পরে আছেন তার ওযু ছুটে গেলে তিনি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবেন; অথচ তার পক্ষে পিপিই খোলা সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ চিকিৎসা সেবায় নিযুক্ত ডাক্তারগণ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

ভাইরাস থেকে সুরক্ষামূলক পোশাক পিপিই পরে নামায পড়তে কোন অসুবিধা নাই। এমনকি যদি সে পোশাক গোটা দেহকে ঢেকে রাখে তবুও। যেহেতু এ পোশাক পরিহিত মুসল্লির পক্ষে মাটিতে নাক ও কপাল রাখা সম্ভবপর। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমি সাতটি হাড়ের (অঙ্গের) উপর সেজদা দিতে আদিষ্ট হয়েছি: কপালের উপর, তিনি হাত দিয়ে নাকের দিকে ইশারা করলেন, দুই হাতের উপর, দুই হাঁটুর উপর এবং দুই পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগের উপর।"[সহিহ বুখারী (৮১২) ও সহিহ মুসলিম (৪৯০)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: "এ অঙ্গগুলোর কোন অংশ সরাসরি (জমিনে) স্পর্শ করা ওয়াজিব নয়।" কাযী বলেন: "যদি কেউ পাগড়ীর প্যাঁচ, পাগড়ীর আঁচল কিংবা শামলার উপর সেজদা করে তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে; এ ব্যাপারে একটাই রেওয়ায়েত আছে। এটি ইমাম মালেক ও ইমাম আবু হানিফারও মাযহাব। এ ছাড়া গরমের দিনে ও শীতের দিনে কাপড়ের উপর সেজদা দেয়ার অবকাশ আছে মর্মে মত দিয়েছেন: আতা, তাউস, নাখাঈ, শাবী, আওযাঈ, মালেক, ইসহাক ও কিয়াসপন্থীগণ।

পাগড়ীর প্যাঁচের উপর সেজদা দেয়ার মত দিয়েছেন: হাসান বসরী, মাকহুল, আব্দুর রহমান বিন ইয়াযিদ। শুরাইহ তাঁর টুপির উপর সেজদা দিয়েছেন।"[আল-মুগনী (১/৩০৫)]

শাইখ উছাইমীনকে এমন ব্যক্তির সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যিনি খুব বড় চশমা পরেন এবং তার পক্ষে সাতটি

অঙ্গরে উপর পরপিূর্ণভাবে সজেদা করা সম্ভব হয় না; কখনও নাক রাখার ব্যিত্যি ঘটে।

জবাবে তনি বিলনে: "যদি নাকরে অগ্রভাগ ভূমতিে রাখার ক্ষত্রেে প্রতবিন্ধক হয় তাহলে এমন সজেদা চলবে না। যহেতেু এক্ষত্রেে চশমাটাই চহোরাকে বহন কর।ে যহেতেু চশমাটা নাকরে অগ্রভাগরে উপরে থাকে না। বরং চশমাটা থাকে চক্ষুদ্বয়রে সমান্তরাল।ে তাই সজেদা সহহি হবে না। যে ব্যক্ত িএমন কোন চশমা পরে আছনে যার কারণে তার নাক সজেদার স্থানে পৌঁছা বাধাগ্রস্ত হয় তার উচতি হবে সজেদার সময় চশমা খুলে ফলো।"[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৩/১৮৬)]

নামাযে মুখ ঢকেে রাখা মাকরুহ। কন্িতু প্রয়োজনরে প্রক্ষেতিে এটি মাকরুহ হবে না।

"আল-শারহুল মুমত"িতে (২/১৯৩) বলা হয়ছে:ে মূলটক্সেট "মুখরে উপর ও নাকরে উপরে আচ্ছাদন": অর্থাৎ মুখরে উপর ও নাকরে উপর আচ্ছাদন দয়ো মাকরুহ। তা এভাবে যে রুমাল বা পাগড়ী মুখরে উপর বা নাকরে উপর রাখা। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়া সাল্লাম নামাযরত অবস্থায় পুরুষ লোককে মুখ ঢাকতে বারণ করছেনে।[আবু দাউদ (৬৪৩), ইবনে মাজাহ (৯৬৬) তাদরে সুনান গ্রন্থে 'হাসান' সনদে বর্ণনা করছেনে] এবং যহেতেু এর কারণে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হিয়, তলোওয়াত ও যকিরিরে হরফগুলো স্পষ্ট হয় না। তবে এ বধিান থকেে বাদ যাবে কউে যদি হাই দয়োর সময় হাইকে প্রশমতি করার জন্য মুখ ঢাক।ে এতে কোন অসুবধিা নাই। কন্িতু কোন কারণ ছাড়া ঢাকলে সটো মাকরুহ। যদি নামাযীর পাশে কোন দুর্গন্ধকর কছিু থাকে যা নামাযীকে নামায পড়তে কষ্ট দয়ে এবং সে জন্য আচ্ছাদন পরার প্রয়োজন হয় তাহলে সটো জায়যে। যহেতেু তা একটি প্রয়োজন। অনুরূপভাবে কারো যদি সর্দি হিয় এবং সে যদি মুখ না ঢাকে এতে করে তার এলার্জরি সমস্যা হয়; সক্ষেত্রেে এটাও একটি প্রয়োজন; যার প্রক্ষেতিে মুখ আচ্ছাদতি করা বধৈ হব।ে"[সমাপ্ত]

আরও জানতে দখেুন: 69855 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

পপিইি পরে ওযু করতে কোন বাধা নইে; যদি পরধিানকারীর পক্ষে ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করা ও মাথা মাসহে করা সম্ভব হয়। এমনক িসটো যদি হাত দয়িে পপিইি-এর ভতেরে পান িনয়িে করতে পারনে তবুও। আর মোজার উপরে মুকীম হলে একদনি একরাত সময়কাল পর্যন্ত এবং মুসাফরি হলে তনিদনি তনিরাত পর্যন্ত মাসহে করা জায়যে।

ইমাম বুখারী (৩৬৩) ও ইমাম মুসলমি (২৭৪) মুগরিা বনি শুবা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য,ে তনি বিলনে: আম িনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়া সাল্লামরে সাথে এক সফরে ছলিাম। তখন তনি বিলনে: মুগরিা, পাত্রট িনাও। আম িপাত্রট িনলিাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহ িওয়া সাল্লাম হাঁটতে থাকলনে এক পর্যায়ে আমার থকেে আড়াল হয়ে গলেনে এবং নজিরে প্রাকৃতকি

প্রয়োজন পূরণ করলেন। তাঁর গায়ে ছিল একটি শামদেশীয় জুব্বা। তিনি জুব্বার হাতা দিয়ে হাত বের করতে চাইলেন; কিন্তু কষ্টকর হয়ে গেল। শেষে তিনি জুব্বার নীচ দিয়ে হাত বের করেন। আমি তাকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি নামাযের জন্য ওযু করলেন এবং খুফ্ফ (চামড়ার মোজা)-এর উপর মাসেহ করলেন। এরপর নামায পড়লেন।"

সহিহ মুসলিমের ভাষ্যে এসেছে: "তাঁর গায়ে ছিল শামদেশীয় জুব্বা; যেটার হাতা সংকীর্ণ থাকে।"

অতএব, যে ব্যক্তির গায়ে পিপিই পরা থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে ওযু করা সম্ভবপর হয় তাহলে কোন অসুবিধা নাই। আর যার পক্ষে ওযু করা সম্ভবপর নয় তাকে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পিপিই খুলে ফেলতে হবে। যদি খুলতে সমস্যা হয় ও কষ্টকর হয়; বিশেষতঃ যে ডাক্তারদেরকে অধিকাংশ সময় পিপিই পরে থাকতে হয় তাদের জন্য যোহর ও এশার নামায একত্রে অগ্রিম কিংবা বিলম্বে আদায় করা জায়েয হবে। কেননা নামায একত্রে আদায় করা জায়েয হওয়ার কারণ হল: সমস্যা ও কষ্ট দূর করা; যেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীকে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করার কষ্টের কারণে একত্রে নামায আদায় করার অবকাশ দিয়েছেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: নামায কসর (রাকাত সংখ্যা হ্রাস) করার কারণ হল: সফর। তাই সফর ছাড়া নামায কসর করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে, নামায একত্রিত করার কারণ হল: প্রয়োজন ও ওজর। তাই যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সংক্ষিপ্ত সফর হোক কিংবা দীর্ঘ সফর হোক নামায একত্রিত করতে পারবে।

অনুরূপভাবে একত্রিত করা হয় বৃষ্টির কারণে, রোগের কারণে এবং ইত্যাদি অন্যান্য কারণে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- জটিলতা দূর করা।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/২৯৩) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।